যুগান্তর

তারিখ ... 7 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৯ ...

সিংড়ায় শিক্ষকের বকুনিতে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি

পায়ে জুতা না থাকায় শিক্ষকের বকুনি ও ক্লাস থেকে বের করে দেয়ায় অভিমানে আত্মহত্যা করেছে সিংড়া দমদমা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রিয়া খাতুন। রোববার দুপুরে পৌর শহরের চক সিংড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রিয়া চক সিংড়া এলাকার গোলাম রাব্বানীর মেয়ে। ঘটনার খবর পেয়ে সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল আহসান নিহত ওই শিক্ষার্থীর বাড়িতে যান এবং ঘটনা তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমিনুল ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করেন। কমিটিকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানায়, রোববার সকাল ১০টায় স্কুলে অ্যাসেম্বলি শুরু হওয়ার আগে শিক্ষকরা প্রতিদিনের মতো ছাত্রীদের পোশাক, জুতা ও শরীর পরিষ্কার আছে কিনা তা যাচাই করছিলেন। এ সময় রিয়াসহ কয়েক ছাত্রীর স্কুল ড্রেসের সঙ্গে পায়ে জুতা না থাকায় শিক্ষকরা বকাবকি করে লাইন থেকে বের করে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সিংড়ায় শিক্ষকের বকুনিতে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেন এবং তাদের ক্লাসে যেতে বারণ করেন। পরে ওই ছাত্রীদের কেউ কেউ বাড়ি গিয়ে জুতা পরে পুনরায় স্কুলে আসে। কিন্তু রিয়া শিক্ষকের বকুনিতে অপমান বোধ করে এবং ক্ষোভ ও অভিমান করে স্কুল থেকে বাড়িতে যায় এবং বাবা-মাকে বিষয়টি খুলে বলে। এ সময় বাবা-মাও স্কুলের নিয়ম না মানার জন্য বকাবকি করেন। এতে অভিমান করে রিয়া বেলা ১১টার দিকে ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে তীরের সঙ্গে ঝুলে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

রিয়া খাতুনের সহপাঠী মাহফুজা খাতুন জানায়, প্রতিদিনের মতো সে আর রিয়া একসঙ্গে স্কুলে যায়। জুতা পরে না যাওয়ায় রিয়াসহ তাদের ক্লাসের চারজনকে ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন এবং সোমবার জুতা পরে স্কুলে আসতে বলেন শিক্ষক। এ সময় রিয়া কান্নাকাটি করতে করতে বাড়ি চলে যায়। রিয়ার বাবা গোলাম রাব্বানী জানান, তার মেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে সাড়ে ১০টার দিকে বাড়িতে আসে। কারণ জানতে চাইলে সে বলে জুতা পরে না যাওয়ায় আবু হানিফ নামে এক শিক্ষক তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছেন। তার মেয়ে কান্না করতে করতে স্কুলের পোশাক খোলার জন্য ঘরের মধ্যে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। অপমান সইতে না পেরে তার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সিংড়া দমদমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক বিলকিস আক্তার বানু বলেন, বারবার নিয়ম না মানায় অনেক শিক্ষার্থীকে ক্লাসে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল। রিয়াকে একা এসব বলা হয়নি। এছাড়া অন্য শিক্ষার্থীরা বাড়িতে না গিয়ে ক্লাসে গিয়েছে। কিন্তু রিয়া ক্লাসে না গিয়ে বাড়িতে এ ধরনের ঘটনা ঘটাবে তা ভাবতেও পারছেন না তারা। এ ঘটনায় তারা মর্মাহত বলে জানান তিনি।

সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ছাত্রীর পরিবারের দাবি, স্কুল ড্রেসের সঙ্গে জুতা না থাকায় শিক্ষকরা স্কুল থেকে তাকে বের করে দেন। এতে অভিমানে আত্মহত্যা করেছে সে। খবর পেয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান। সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল আহসান জানান, ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর